আত্মহত্যা রেখেছি মুলতুবি

মন্দাক্রান্তা সেন

ইউনিসন এম্পায়ার পাবলিকেশনস

পরমা

নেমন্তন্ন করেছি পাড়ার লোককে
ভালো মেয়ে বলে নাম কুড়োনোর লক্ষ্যে
ফলত আমাকে বলে যদি ওরা লক্ষ্মী...
(রেঁধেবেড়ে দিলে করে না তেমন লোক কি?)
চেটেপুটে খেয়ে দেহমনমেধাআত্মা
আমাকে স্মারক দিয়ে গেছে ওরা আটটা
স্তনে, নিতম্বে, যোনিতে, নাভিতে, দু'ঠোঁটে
এঁটোকাঁটা রেখে ভোগ নিয়ে গেছে মুঠোতে।

ডাকিনী

মধ্যরাতে চুল খুলে কবিতা লেখে যে
সে এক ডাকিনী
সকলে ঘুমিয়ে পড়লে পাতালের ছাতে উঠে ভেজে
কাকজ্যোৎস্নাজলে একাকিনী
গোপনে পুড়িয়ে খায় ব্রহ্মতালু থেকে উপড়ে আনা
পুরুষ্টু ও শাঁসালো বিষাদ
গলা বেয়ে উঠে আসে—না, কোনও প্রেমের কবিতা না
চোঁয়া ঢেকুরের মতো চাঁদ
সকাল হতে না হতে সূর্য আসে পেটে
দ্বিপ্রহরে পূর্ণ গর্ভবতী
যুবক পিতার সঙ্গে স্নান করে জল ঘেঁটে ঘেঁটে
উন্মাদিনী সে এক যুবতী

কালী

১.

ভ্রূমধ্যে সে খুলেছে ঝরোকা
পাথরের শানানো কপাল
খাড়া দিনরাত্রি বেয়ে পিছলে পড়ে অন্ধকার, আলো
উদ্ধত কঠিন কোল, কোল থেকে সজোরে নামালো
ঘৃণার সন্তান তার...সদ্যোজাত বিনাশের কাল—
রক্তমাংসঘিলু থোকাথোকা

২.

নগ্ন ও নির্লজ্জ তার বেদি
অঞ্জলি এমন, তার গহ্বরে ফেনিয়ে ওঠে কাম
মদ ছুঁলে শুদ্ধ হয়ে ক্রোধ
কোমরে লুকোনো থাকে আজন্মের যত প্রতিশোধ
সবৃন্ত জবার মতো নাড়ি ছিঁড়ে ফেলল মধ্যযাম,
মারক মন্ত্রটি...লক্ষ্যভেদী...

৩.

তার বড়ো মনঃপূত যুবকের সফেদ করোটি
পানপাত্রে আধাআধি যৌনতা ও স্নেহ

আর, হিংস্র প্রদীপের ভেঙে ভেঙে যেতে থাকা ছায়া
বালিকা-বয়স থেকে কৌতূহলী, চরম বেহায়া,
প্রেম তার মেধাবী সন্দেহ,
সৃষ্টি বলতে স্থিতি বলতে লয় বলতে...শুধু আত্মরতি

৪.

অর্থাৎ, এ সবই তার প্রিয়
যে স্তন দক্ষিণাবর্ত, যে নাভি ক্রমশ প্রস্ফুটিত,
অপরাজিতার ন্যায় বিন্যাসবিশিষ্ট একটি যোনি
যে-কোনও লিঙ্গের চেয়ে সুঠাম তর্জনী
যা চোখে আঙুল দিয়ে আরতির অর্থ খুঁজে দিত
...চোখ অর্থে নয়ন, তৃতীয়

৫.

স্বপাক স্বমাংসে ভোগ, অন্যথায় দেবীও উপোসি
অন্ধকার চাঁদ, তার জমাট জ্যোৎস্নায় ভেজা জিভে
যথেচ্ছ কামড়, কালশিটে
শ্মশানের ঠিক নীচে, মূল গর্ভপীঠে
চূড়ান্ত লাফের পর শেষ যজ্ঞকাঠ গেলে নিভে
স্বরূপ চিবিয়ে খায় দাঁতেনখে সে এক রূপসী

পরি

দিব্যি গেলে বললেও সে বিশ্বাসই করবে না আজও
দিব্যি চেনা যায় মুখখানা
ভিজেচুলে আকন্দের মূল বেটে খেয়ে অবধি
ঝরে গেল দু'কাঁধের ডানা
ডানাকাটা ক্ষত থেকে আহ্লাদে গড়িয়ে পড়া
রক্তে তার শিরদাঁড়া ভিজে
সেই থেকে রক্ত দিয়ে কপালে সে আঁকতে শিখল
সুভাগ্যের চিহ্ন নিজে নিজে
আজ মারতে মারতে মেরে ফেললেও পড়বে না মনে
কক্ষনও আয়ত্ত ছিল ওর
কুমারী বয়সে শেখা যা কিছু গোপন বিদ্যে—
এই ধরো, উড়ে পালানোর।

অকাল পূর্ণিমা

সেদিন বিকেল থেকে ফ্যাকাসে চাঁদেরও চোখে ঘোর
ঋতু ফুরিয়েছে যার গত কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে,
এখনও ঠোঁটের কশে লেগে আছে বিষ, বা, ওষুধ—
কী ভেবে সে এতখানি ঝুঁকি নিল রক্তের ভেতর
অস্ফুটে ওয়াকশব্দে ছাদ ভাসল জ্যোৎস্নায়, বমিতে
তুবড়ে যাওয়া স্তনে তার ভরে এল ঈষদুষ্ণ দুধ

মাঝবয়েসের প্রেমের কবিতা

১.

এত যে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে আজকাল,
সে কি বয়েস হচ্ছে বলেই
কাঁচা বয়েসের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
পাহাড় থেকে ফেরার পথে, রেলস্টশনে,
কচি শসার কথা মনে পড়ে যায়,
লঙ্কাগুঁড়ো বিটনুন দিয়ে জারানো...
শেষবার ছুটি কাটিয়ে ফিরেছি তা অনেকদিন হল
সমতলে নেমে অবধি সে যে কী চিড়বিড়ানি গরম
সারা শরীরে অস্থির অস্থির

২.

অথচ এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল না, বলো, ছিল কি?
তোমাকে নিয়ম করে মন্তর পড়িয়েছি
শরীর বিষয়ে দু'চার কথা
সে মন্তর শুধু তোমাকেই বাঁধন দিলো, আমাকে নয়?

মাঝরাত্তির করে ফের বার করে দিলো উঠোনে,
শানে মাথা ঠুকে ফের ফিনকি দিয়ে উঠল
ধোঁয়া-ওঠা জ্যোৎস্না।

৩.

গমের শিষের মতো নীলাভ সবুজ ছেলেদের দল,
আমি যে কক্ষনও ওদের মা হতে চাইনি, তা নয়
তেমন কিছু না ভেবেই হাত বাড়াতে ইচ্ছে করেছিল ওদের
সুঠাম রোমশ কাণ্ডের দিকে,
হাতের পাতা গোল করে গুটিয়ে ধরে নিতে ইচ্ছে করেছিল
ওই নরম রোঁয়া বেয়ে চুঁইয়ে নামা আলো
ভেবেছি, এসব ইচ্ছের কোনওদিনও কোনও
নাম না দেওয়াই নিরাপদ হয়তো

৪.

যে-কোনও মোমবাতির মতোই
লোডশেডিং-এর স্বপ্ন দেখি আমি
অন্ধকারে শিখা কাঁপার কথা ভাবি
ভেবে ভেবে পুড়ে ছোটো হয়ে আসে আমার পলতে

ভেতর থেকে অ্যানিমিয়া ধরে, কুরে কুরে খায়
অথচ এককালে যে খুব গলতে পারতাম
সে কথা মনে করেই নস্টালজিয়ার দিকে বেঁকে যেতে থাকে আমার শিরদাঁড়া

৫.

সারাঘর অন্ধকার, আর একটাই ঝুলন্ত লম্বাটে চোঙাকৃতি আলো
ওই আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চুমু খেয়েছিল কেউ
আমি তার থেকে আলগোছে ছাড়িয়ে নিয়েছি নিজেকে
ওই চুমু-সমেত
এঁটোমুখ না ধুয়েই বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়
ওই চুমুর সঙ্গে মাপসই একটা
পছন্দমতো মুখ খুঁজতে চেয়ে

৬.

রাতবিরেতে নীল ছবি দেখি
কী বলব, হাসিই পায়
একসময় দিনের মধ্যে হাজারবার
চানঘরে গিয়ে শরীর খুলে দেখতাম
নীল কালশিটে

আয়নার সামনে যত হিংস্র আত্মরতিই সারো
মরে গেলেও নিজের স্তন নিজে কামড়াতে পারবে না।

৭.

এসব ক্ষরণের স্বাদ বড্ড টক টক
আম্লে আসা ব্যঞ্জনের মতো
আমার গেরস্থ পুরুষটির পাতে কোন মুখে যে বেড়ে দিই, ভাবি
সারাদিন উপোস দিয়ে
মাঝরাত্তিরে ঢাকা তুলে দেখা তারও তো অভ্যেস
কী আর আয়োজন হবে অমন রাতদুপুরে, ঘুমচোখে,
অপ্রস্তুতের একশেষ
ওই শুধু একমুঠো ফেনাভাত, আলু কুমড়ো সেদ্ধ, নিরিমিষ...

৮.

সবুজ গালের ছেলেদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে
কী যে ভালো লাগে এখন
ওরা আমাকে যা বলে ডাকুক, কিচ্ছু যায় আসে না
বুঝতে পারি, এ বয়েসে আমার যা দরকার, তা হল একটু ওম
ভেতরে ভেতরে চোখ বুজে আসে আমেজে, তাই

ভালো করে ওদের মুখও মনে করতে পারি না আমি
বাড়ি ফিরে স্বপ্ন দেখি যা-হোক কারও
এই ধরা যাক—শাইনি আহুজার
কাল রাতে শাইনি আমাকে ফোনে কেমন বৌদি বলে ডেকেছিল ভেবে
হাসতে হাসতে চা চলকে ফেলি সকালের গা'য়

৯.

রাত থাকতে ওঠো
চান করো
ঘাড়ে মাথায় ভালো করে ঠান্ডা জল থাবড়াও
এতে মন হালকা হয়
হাবিজাবি চিন্তা কাটে
এমনিতেই বয়েসটা খুব খারাপ
গতরাতের গুরুপাক খাদ্য, পানীয় ও পুরুষচিন্তা
বুঝেশুনে মেপে না চললেই হজমের গন্ডগোল
তার চেয়ে ওঠো
রাত থাকতে চান করো, চুল ভিজিয়ে
তোমার বয়েসে বরং সর্দিকাশি হাঁপানিও অনেক
গেরস্থ অসুখ

১০.

এসব কথা কাকেই বা বলার
বললে লোকে খারাপ মেয়ে মনে করেও পাত্তা দেয় না আজকাল,
বড়োজোর ভাবে যাচ্ছেতাই কবি
দিনকাল বদলে গেছে,
ম্যারাপ বেঁধে খোলাবাজারে লোক ডেকেও বিকোচ্ছে না প্রেমের কবিতা
রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনাও

মাসল

স্বপ্নের ভেতরে আমি সন্তানের জন্ম দিই রোজ
নিভৃত মাংসের দলা, কাঁপতে থাকে অনেকটা ভেতরে
যে-সমস্ত মাংসদেশে চাপ পেলে আরাম জন্মায়
সেখানে, নিবিড় তাপে, পেকে ওঠে পুষ্ট অন্ধকার
পেকে ওঠে, ফেটে যায়, গলে পড়ে দু’পায়ের ফাঁকে
বিছানা চাদর সব অন্ধকার রসে মাখামাখি
লালচে, ভারী, আঠাআঠা, ঘন ও পিছল, গন্ধময়
অন্ধকার জন্ম নেয়—নড়েচড়ে—দু’পায়ের ফাঁকে—
উঠে বসি, আলো জ্বালি, ধারালো আলোর বাখারিতে
এক কোপে নাড়ি ছিঁড়ে, আমার শরীর থেকে খুলে
মুহূর্তে গুটিয়ে যায় আমারই মাংসল অন্ধকার
তারপর কমোডে বসে হাত দিয়ে দেখি রন্ধ্রপথে
রক্তের আঠালো স্পর্শ। সম্ভবত এও কোনও খোঁজ...

বিষাদ বান্ধবী

বিষাদবান্ধবী, তোর গন্ধরাজে কীসের সুবাস?
কোন অন্ধকারে তুই সন্ধেবেলা সুগন্ধ ডুবাস?
কেমন বন্ধনে তুই বেঁধেছিস এই অন্ধ আঁখি
শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোর অন্ধকার শুষে রাখি
বিষাদবান্ধবী, আমি তোর অন্ধিসন্ধি গেছি জেনে
যতটা বন্ধুর হলে সন্ধানের মোহ রাখে টেনে
তোর অন্ধকার তত তীব্র, তোর গন্ধ তত ঘন
এমন বান্ধবী আমি এর আগে দেখিনি একজনও
আমি তো কবন্ধ এক, আশরীর প্রতিবন্ধী দাহ
তবুও, গান্ধবী, তোকে করতে চাই রাক্ষসবিবাহ

সতী কথন

১.

কেন যে এমন হয়, ভাবি!
ভুলে গেছি পুরুষের বিকট নগ্নতা, শুধু
মনে আছে রমণীর নাভি।
প্রথমত, মনে আছে তার প্রতি প্রথম সন্দেহ।
দ্বিতীয়ত, ঈর্ষা। আহা, তার সেই নমনীয় দেহ!
সে আমার চেয়ে ঢের রূপসী যে, আমিও জানতাম।
গোপনে দেখেছি তাকে—তাদের, সঙ্গমরত।
আমারও মাথার মধ্যে কাম
ঝলসে ওঠে, ঝলসে ওঠে। না, পুরুষ নয়, তারই প্রতি।
সে-হিসেবে আমি তবে পরপুরুষকামী নই, সতী!
স্বপ্নে, একটু একটু করে, ক্রমাগত ভুলে গেছি মুখ,
তবু মাঝেমাঝে, আজও, চোখে ভেসে ওঠে সেই
স্ফীত, শ্বেত, গোলাকৃতি বুক...

২.

ক্রোধ? না না, ক্রোধ নয়।
কিংবা হতে পারে এইই ক্রোধ...
দরজাবন্ধ স্নানঘরে আশ্চর্য পবিত্র প্রতিশোধ
এঁকে রাখছি আশরীর নিজেরই উন্মাদ নখেদাঁতে
সামনে পেলে, মেয়ে, যেন
পারি তোকে এভাবে কাঁদাতে

৩.

যুবতী প্রায়ই এসে দিনদুপুরে ভাত খেয়ে যায়।
অতিথিবৎসল—আহা—অতিনিরুপায়—
আমি তাকে বেড়ে দিই কলায়ের ডাল, চারাপোনা।
হেসে বলি, রাতেও থাকো না!
যুবতী লাজুক হেসে রাতদুপুরে পেড়ে ফ্যালে পাত।
আমি তাকে বেড়ে দিই ভাজাসজনেফুলশয্যারাত।
যুবতীর লজ্জা দেখে হাসে মিটিমিটি
তাহার প্রেমিক—আহা—আমার স্বামীটি।
এইরূপে পতিগৃহে প্রতিদিন অতিচমৎকার
আমি, গৃহিণীর শব, করে চলি অতিথিসৎকার।
সৎকার সম্পন্ন হলে পোড়া হাতে—থুড়ি—পোড়া কাঠে

সাবধানে লিখে আসি বন্ধ সেই দ্বারের কপাটে :
আমার অতৃপ্ত আত্মা ত্রিসীমানা ছেড়ে গেলে পর
মর, তোরা ভালোবেসে জ্বলেপুড়ে মর।

৪.

জ্বলন, জ্বলন
স্বপ্নদোষে বীর্যের স্খলন
ভেসে যাচ্ছে সংসার আমার
নেই তবু লক্ষণ থামার
দাহ কই, দাহ
বিনিদ্র রজনী, তার যোনিপথে মগ্ন হিমবাহ...

৫.

আমার প্রথম স্বামী আর
তার সেই প্রথম প্রেমিকা—
স্বপনে, অত্যন্ত ধীরে, মুখগুলো ভুলেছি ক্রমশ।
শুধু মাঝেমধ্যে চোখে ভেসে ওঠে গোলাকার স্তন,
পাঁচ আঙুলের চাপ,
বাঁকা বেঁটে কঠিন আঙুল

এবং, লোমশও

৬.

পাশ ফিরে শুয়ে আছি
হাত এসে পড়েছে কোমরে
এরপর কোনদিকে যাবে
ওপরে, নীচে, না পাশাপাশি—
যে-কোনওদিকেই সেই একই ভুল ভালোবাসাবাসি
এ হাত সে হাত নয় যাকে আমি চেয়েছি কোমরে
সে মরে গিয়েছে, হায়, অন্য কোনও পুরুষের বুকে
এতদিনে গিয়েছে সে মরে।

প র মা

জঙ্ঘা নাভি জিহ্বা আর নিতম্ব গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগে

পথের সীমানা টপকে পা রেখেছি ঢালু গৃহত্যাগে

উঠোনে পুরুষপুষ্প, প্রথাসিদ্ধ পরাগ ও বৃতি

আমাকে ডেকেছে তবু অরণ্যের পরমা প্রকৃতি

এপাশে মিথ্যের ক্ষেত, লজ্জাঘেন্নাভয়ের আবাদ

ওদিকে ইচ্ছের মতো চিত হয়ে শুয়ে আছে খাদ

ইচ্ছে খুবই বুদ্ধিমতী, আমার দশা সে সবই জানে

উচ্ছন্নে যাওয়ার লোভে বেরোচ্ছি কীসের অভিযানে।

যে জানে না সে জানে না, আকাশ বাতাস জেনে নিক

গার্হস্থ্য আমার বিষ, আমি উগ্র প্রকৃতিপ্রেমিক

হ্যাঁ, পুরুষ নয়, আজ তোরই সঙ্গে বেড়াব, সজনি

স্তনের গোমুখ শৃঙ্গ, পার্বত্য হ্রদের মতো যোনি...

কৃষ্ণ পক্ষ

মাথার মধ্যে পশ্চিম থেকে পুবে
মৃত চাঁদ ভাসে, মৃত চাঁদ যায় ডুবে
কঙ্কালে তার আজও পচাগলা জ্যোৎস্না
লেগে আছে, তবে সেটা তো চাঁদের দোষ না
মগজে চাঁদকে কুপিয়ে মেরেছি আমিই
খুলিতে ছিটকে লেগেছিল পাগলামি...

এক

শুয়ে থেকে থেকে উঠে বসা,
বসে থেকে থেকে ফের শোয়া
মনে মনে খাচ্ছ ফ্যানাভাত
ভাতে মনখারাপের ধোঁয়া
মনখারাপের ধোঁয়া লেগে
নড়ে উঠছে মগজের সাপ
বসে থেকে থেকে শুয়ে পড়া,
অতঃপর শুয়ে শুয়ে ঝাঁপ
একে তো পাগল, তারওপর

কে এসে নাড়িয়ে গেল সাঁকো
ঝাঁপ দিতে দিতে বেলা গেলে
ফের উবু হয়ে বসে থাকো

দুই

সত্যিকথা বলতে, তুমি নিজে
আত্মপ্রবণতাদোষে দোষী
বন্ধু বলতে ভাঙা আয়না, আর
সঙ্গে বলতে অনন্ত খামোশি
তাহলে কি দিনমানে তুমি
ফুর্তিতেই ছিলে বলতে গেলে
সারাদিন গড়েছ নিজেকে
পুনরায় ভেঙেছ বিকেলে
প্রশ্ন কিছু প্রাসঙ্গিক বটে
ভেবে দেখা প্রয়োজন খুবই
অগত্যা কালকের মতো, আজও
আত্মহত্যা রেখেছ মুলতুবি

তিন

ইতোমধ্যে ভেবেছ প্রচুর
কোন পথটি সর্বাপেক্ষা সাফ
দশ পাতা ভ্যালিয়াম, নাকি
দশ তলা থেকে একটি লাফ
বুঝতে চাইছ কোন প্রক্রিয়াটি
সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত ও দ্রুত
বুঝতে গিয়ে আটকে গেছ তুমি
দীর্ঘ একটি দ্বিধাতে বস্তুত
ক্রিয়া চাইছে পৌঁছতে ওপারে
মধ্যে লটকে আছে দীর্ঘ সেতু
বেঁচে যাচ্ছ সমান এবং
বিপরীত প্রতিক্রিয়াহেতু।

চার

প্রক্রিয়া, উপায়, রীতিনীতি,
পথ বা পদ্ধতি, যাই হোক
ভেবে ভেবে পাচ্ছ না কিছুই
অথচ অদম্য কোনও ঝোঁক
টেনে যাচ্ছে কেবলই সেদিকে

যেখানে ওড়নাটি আছে পড়ে
নীল, নিরিবিলি ও ঝিকমিকে
যেভাবে নদীর আত্মা ওড়ে

পাঁচ

ওড়না, সে তো কণ্ঠে জড়ানোরই
লোকে তাকে যে নামেই ডাকে
আজ যাকে আলগোছে রেখেছ
কাল সে-ই বাঁধবে পাকে পাকে
যেরকম ধরো, ইচ্ছে কোনও,
ভাঁজ করে রাখা, খুবই ছোটো,
কাল তাকে পাশে নিয়ে শুতে
আজ তাকে আঁকড়ে ধরে ওঠো
কিংবা ভাবতে, সে তো দিব্যি আছে
রংমেলানো সালোয়ারকামিজে
আজ সে-সম্পর্ক ফেলে রেখে
ওড়না উড়ে যাচ্ছে নিজে নিজে

ছয়

খরগোশ নিরীহ একটি প্রাণী
পরিচ্ছন্ন, নরম, রক্তাভ
শিকার করলেও নেই ক্ষতি
ঘরে এনে পুষলে নেই লাভও
আজকাল সারাদিনই তবু
জঙ্গলের পথে ঘোরাফেরা
এসব অঞ্চলে কোনওখানে
আছে ওই খরগোশের ডেরা
রোজই ভাবো ধরে ফেললে আজ
ধরে ফেলে কী করবে জানো না
খরগোশ কী মিষ্টি একটি প্রাণী
খরগোশের মাংস একটু নোনা

সাত

মাংসের বিষয়ে বলতে গেলে
বলতে তো হবেই আরও যা যা
পরিচ্ছন্ন, নরম, রক্তাভ
আর, সর্বোপরি, খুব তাজা
মাংসের বিষয়ে বুঝতে গেলে

লিখতে কিন্তু হবেই ততটা
গোড়া থেকে যা যা ঘটেছিল
প্রথমত রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
তারপর ক্রমশ গুটিকয়
শাখা ও প্রশাখাময় ধারা
পরস্পর হাত ধরে ধরে
বন্ধু হয়ে উঠেছিল যারা
তারপর যা হয়, কাছেপিঠে
বনভোজনে যাওয়া একসাথে
শীতের পড়ন্ত রোদে খুবই
টান পড়েছিল মাংসভাতে

আ ট

ছাদে ওঠো, দ্যাখো এতদিনে
ফুটে গেছে মরশুমি ফুলেরা
শীতের নিরালা ছাদ, তার
কিনারা শৈশব দিয়ে ঘেরা
মনে করে দ্যাখো শেষ কবে
এই ছাদে উঠেছ একেলা

ঠিক ক’মরশুম আগে শেষ
হয়ে গেছে শান্ত ছোটোবেলা
শীতে দ্রুত বেলা পড়ে আসে
মরে আসে আলোর মরশুম
শান্ত, ফাঁকা, অন্ধকার ছাদে
তারপর, শীতল একটি ঘুম

নয়

অল্প অল্প মনখারাপ হলে
কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো
রোগ বেশি নয়, তবে কিনা
উপসর্গটাই একটু বড়ো
মনখারাপ কিছু বাড়লে পরে
পাশ ফিরে শোও হাঁটু মুড়ে
যেরকম হতচ্ছাড়া রোগ
চিকিৎসাও তেমনই হাতুড়ে
আরও বেশি বাড়াবাড়ি হলে
হতে পারো সামান্য উপুড়
ওভাবেই পার হয়ে যাবে

অতলান্ত রাত্রি ও দুপুর

দশ

কাল রাতে খাদে পড়ে গিয়ে
মারা গিয়েছিল একট জিপ
এই সেই সমুদ্র, এবং
এই সেই শেষ অন্তরীপ
শেষরাত্রে এখানে কোথাও
পাহাড়ের বেসামাল বাঁকে
ছিটকে নীচে পড়ার সময়ও
কিছু কথা বাকি পড়ে থাকে
অথচ তখন ঘোলা জলে
মুহুর্মুহু তুমুল বাহবা
এই সেই নোনা জলোচ্ছ্বাস,
এই সেই অন্তরীপ, বোবা

এগারো

শয্যা, এক প্রত্যন্ত শহর
উঁচুনিচু, পাহাড়ি, নিবিড়

শীত পড়তে শুরু করল যেই
কমে এল ট্যুরিস্টের ভিড়
একা শুয়ে থাকা খাদ ঘেঁষে
পা ডুবিয়ে শিথিল বরফে
তুষারের গোল্লা করে ছুঁড়ে
বসে থাকা, যদি কেউ লোফে
আশা, এক ভাঙা জাদুঘর
গাঢ় কুয়াশায় ভিজে হিম
ইতস্তত ভেঙে পড়ে থাকা
লুপ্ত হাঁসেদের শাদা ডিম
বলা যায় এইই যা হোক
পর্যটনকেন্দ্র মোটামুটি
এখানেই বছর বছর
জনহীন, দীর্ঘ একটি ছুটি।

বারো

বাইরে সে যে-কোনও একটা হাওয়া
ভিতরে যে-কোনও একটা বাড়ি
দেওয়ালেরা জড়বুদ্ধি, আর

জানলাদরজা বেবাক আনাড়ি
সে অন্য যে-কোনও হাওয়া দেখে
যতক্ষণে প্রেমে পড়বে ভাবে
ততক্ষণে ভিতরে ভিতরে
ঘুণ ধরে পুরোনো আসবাবে
বাইরে সে এখনও একটি হাওয়া
আলগা যার থাকা বা না থাকা
ভিতরে সে হয়তো একটা মাঠ
অথবা, কিছুই নয়, ফাঁকা

তেরো

বাইরে তুমি বহমান হাওয়া
ভিতরে কয়েকমুঠো ঘাস
বাইরে বাইরে উদ্বাস্তু, অথচ
বাস্তবিক, নিতান্ত উদাস
উদাসের চরিত্রলক্ষণ
একই প্রতিক্রিয়া দুঃখেসুখে
নিজেকে চেনো না, তবু রোজই
আয়না দেখে রং মাখো মুখে

মধ্যরাতে নেমে আসে হাওয়া
নীচে শস্য কেটে নেওয়া ক্ষেত
কাকতাড়ুয়ার দেহ ফুঁড়ে
উড়ে যাচ্ছে ফসলের প্রেত

চোদ্দো

দরজা অবধি গিয়ে ফিরে আসা
চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে থামা
সিঁড়ি দেখে ছাদে উঠবে ভেবে
কেবলই রাস্তায় এসে নামা
রাস্তায় যথেষ্ট লোকজন
তাদের আঢাকা চোখেমুখে
গল্প লেখা বিচিত্র স্বাদের
যে-কোনও একটাতে পড়ো ঢুকে
ঢুকতে গিয়ে আবারও হোঁচট
এবড়োখেবড়ো গল্পের মলাটে
রক্ত জমে পায়ের পাতায়
বুড়ো আঙুলের ডগা কাটে
বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে

আত্মজীবনীর পাতা খুলো
চাদরে কী টাটকা রক্তছাপ
বালিশেও রক্তে ভেজা তুলো

পনেরো

আত্মজীবনীই যদি হবে
মূল চরিত্র তো তবে 'আমি'
অথচ, ট্র্যাজেডি হচ্ছে, তার
আদ্যোপান্ত সমস্ত বেনামি
আয়নাকে ডেকেছে চুমু বলে
বিচ্ছেদের নাম দিচ্ছে চিঠি
মগজে যে সতীনের বাস
তাকে ভাবছে বোন, পিঠোপিঠি
হয়তো ভাবছে, এভাবে একদিন
নাম জুটবে বরাতে একফাঁকে
(নাম বলতে নামডাক নয়,
ছায়া তাকে ডাকনামে ডাকে)
আলো-কে সে বলেছে অলীক
মৌনতার নাম রাখছে মোম

লিখে রাখছে মোমের আলোয়
হিমরাত্রে আত্মা মানে ওম

ষোলো

সে এসে বসবেই ওৎ পেতে
যখনই চাদরে দিচ্ছ মুড়ি
আগলা হচ্ছে দু'পায়ের পাতা
সে এক অকথ্য সুড়সুড়ি
যন্ত্রণায় ঘুম চলে আসে
অতঃপর স্বপ্ন দেখা শুরু :
আস্তে আস্তে গোছ বেয়ে উঠে
সুড়সুড়িতে ভরে যাচ্ছে ঊরু।

সতেরো

ন্যাড়া ছাদ, কানাভাঙা টবে
নষ্টভ্রষ্ট কুসুমের কলি
আত্মপ্ররোচনার বাতিকে
ওই ফুলে ভরেছ অঞ্জলি
আকাশে বিন্দাস একটা তিথি

বাতাসেও মস্ত মরশুম
এসমস্ত উসকানিরই জেরে
ফুটে উঠল উন্মাদ কুসুম
কে অধিক মরশুমি বলো তো
সূর্যমুখী? গাঁদা? ম্যাগনোলিয়া?
না তোমার নীলচে ম্লান কলি—
যাকে ডাকো : মেলানকলিয়া

আঠেরো

খিড়কিদোরে বিষাদ দাঁড়ালে
তাকে বললে আসুন বসুন
রেঁধে দিলে সামান্য ব্যঞ্জন
নিরিমিষে গোপন রসুন
তোমার হাতের রান্না খেয়ে
ধন্য ধন্য করেছে বিষাদ
বাইরে বাইরে থোড় বড়ি খাড়া
তলে তলে মারকাটারি স্বাদ
বিষাদেরও মনকেমন করে
অমন ঘোরালো রান্না খেলে

খিড়কিদোরে ঘুরে ঘুরে আসে
পাত পাড়ে তোমার হেঁশেলে
হেঁশেলে আমিষ বলতে শুধু
তোমার আলুনি হাড়গোড়
এক কোয়া রোমাঞ্চ, বাকিটা
সেই একই খাড়া বড়ি থোড়

উনিশ

অপমান মগজে জন্মায়
অপমান ঘাড় বেয়ে নামে
ইষদুষ্ণ বিষাদে ডুবিয়ে
তাকে তুমি রেখেছ আরামে
আষ্টেপৃষ্ঠে বিষাদ মাখিয়ে
ওকে তুমি রেঁধেছ যেভাবে
সাতজন্ম বুভুক্ষার পরে
অপমান নিজেকেই খাবে
অস্থিমজ্জারক্তমাংস ছিঁড়ে
চেটে কামড়ে চিবিয়ে ও চুষে
সেইমতো মগজে নধর

একটি অপমান রেখো পুষে

কুড়ি

তুমি আর অপমান জানো
পরস্পরকে কীরকম খেতে
এঁটো পাতে আঙুলের দাগ
রেখে গেছ আঠালো সংকেতে
এর ঘিলু বড্ড টক টক
ওর মজ্জা একটু যেন তেতো
(হয়তো দু'জনেই সেদ্ধ হলে
আরও তৃপ্তি করে খাওয়া যেত)
তা হোক, যা হলো তাই সই
তোমাদের একটাই সুবিধে
দুজনের বুকভর্তি আঁচ
দুজনেরই পেটভর্তি খিদে

একুশ

তলতলে নরম পাহাড়ে
দেখতে দেখতে বাড়ছে কাদাজল

গলে গলে পড়েছে পাহাড়ও
যেদিকে ঢালাও রসাতল
রসাতল কাঁপছে থেকে থেকে
পদতলে কী আকুল মাটি
আমাকে সে অধঃপাতে টানে
তাকে লাথি মারতে মারতে হাঁটি
পরিশ্রমে গলে যাচ্ছে পেশি
অস্থি শিলা কেঁদে কেঁদে কাদা
জ্বলে গেলে সব সম্ভাবনা
পাহাড়ও ছাইয়ের মতো শাদা

বাইশ

পুড়ে গেলে কথোপকথন
জমে ওঠে গূঢ় সলিলকি :
চারিদিকে এত ছাই...তবে
কোনওদিন আগুনও ছিল কি!
স্বাদের বিবিধ উজ্জ্বলতা
ঝলসে উঠত লেলিহান জিভে
আকণ্ঠ গিলেছ অন্ধকার

(তা বলে ক্ষুধা কি গেছে নিভে?)
শেষ হয়ে গেছে ভোজসভা
পড়ে আছে মাত্র খুদকুঁড়ো
আপাতত নিজের ক্ষুধায়
পশুমাংস হয়ে নিজে পুড়ো

তেইশ

এ এমন পুরোনো আগুন
টিমে আঁচে বসতে ভালো লাগে
অনেকদিনের চেনা, তবু
এত বন্ধু ছিল না সে আগে
হৃৎপিণ্ডে রান্না হয়ে এল
বাকি শুধু করোটিতে ঢালা
পরমান্নে লবণের মতো
বন্ধুত্বে সামান্য একটু জ্বালা
তাকে পেয়ে সংসার ভুলেছি
লাটে উঠে গেছে গেরস্থালি
তা না হলে আমি কি কখনও
পরমান্ন রেঁধে ফ্যান গালি

মগজ ও হৃদয়ের মাঝে
আগুনে পুড়েছে একটি বাঁধ
রান্নাঘর ভেসে যাচ্ছে প্রেমে
পাত্রভর্তি দানা দানা সাধ

চব্বিশ

সে থাকে দৃশ্যের মধ্যে, দূরে
এখানে রয়েছে তার ডাক
দু'দিকে দোদুল্যমান পথ
মধ্যিখানে লম্বালম্বি ফাঁক
দৃশ্য বলতে একলা একটি গাছ
একটি দোলনা বাঁধা তার ডালে
অল্প অল্প বৃষ্টিপাত ছিল
তুমি ঝোড়ো হাওয়াও পাঠালে
ছেঁড়া ছেঁড়া ইচ্ছে, তুমি তাকে
আঠালো বেদনা দিয়ে জোড়ো
ঈষৎ দোদুল্যমান পথে
উড়ে যাচ্ছে একটি ডাক, ঝোড়ো

পঁ চি শ

আজ ভোরে বৃষ্টি ছেড়ে গেছে
কার্নিশ এখনও ভিজে, ভারী
উঠোনে ফুলের মৃতদেহ
বাতাসে রক্তের গন্ধ তারই
গন্ধের বিষণ্ন ভাপ থেকে
উঠে আসছে জেদি একটা শোক
জানলাদরজা দম বন্ধ করে
ভাবছে : হোক...আরও বৃষ্টি হোক
অথচ, যে বিষাদ জমাট
তাকে তুমি ঝরাবে কী করে
ঘরভর্তি আত্মহত্যাস্পৃহা
উদ্যম ফুরিয়ে গেছে ভোরে

ছাব্বিশ

অর্থাৎ, যে কষ্ট জমে গেছে
তুমি তাকে ঝরাতে পারো না
ব্যথাবোধে সূক্ষ্ম একটা চিড়—
ধসে যাচ্ছে পুরোনো ধারণা
সে আসলে গত শতাব্দীর

পরিত্যক্ত ভাঙা রাজপ্রাসাদ
দিনদুপুরে ঘুঘুচরা ভিটে
রাতদুপুরে নিশিপাওয়া ছাদ
দিঘির গভীরে নেমে গেছে
শিলালিপিময় ঢালু সিঁড়ি
হয়তো কিংবদন্তী লেখা তাতে
কিংবা কিছু অবান্তর চিড়ই
গত শতাব্দীর কান্না লেগে
সমস্ত দেয়ালে তার নোনা
পাথরের মেঝেতে ফাটল
তাতে মাটি জমেছে, জানো না।

সাতাশ

ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর
আস্ত একটা উন্মাদ পৃথিবী
তাস দিয়ে তৈরি ঘর, তাতে
তুমি দুই মাথাঅলা বিবি
পালাতে পারছ না কোনওদিকে
(দু'দিকেই মাথা তো, পা নেই)
কে তোমাকে পাগোল বলেছে

বোঝেনি সে কথার মানেই
গোল বলতে এও তো জেনেছ
ওপরে ও নীচে একটু চাপা
বাইরে জলেস্থলে ঠাসাঠাসি
ভেতরে ভেতরে খুব ফাঁপা

আঠাশ

তখনও নরম ছিল রুটি
আশ্চর্য ফ্যাকাশে ছিল দিন
ঘাড় লক্ষ্য করে নেমে এল
ঠান্ডা ও দয়ালু গিলোটিন
স্পর্শে তার শিউরে ওঠে ঘুম
আরামে ককিয়ে ওঠে গলা
তখনও কী তাজা ছিল রুটি
ফ্যাকাসে মাখন, দলাদলা
তখনও দ্বিধায় ছিল ভোর
মাথাভর্তি এপাশ ওপাশ
তারপর, চাদরে রক্ত মুছে
ঠান্ডা ও দয়ালু প্রাতরাশ

উনতিরিশ

সারারাত ছটফট ছটফট
সামান্য ঝিমুনি আসে ভোরে
কোমল ও ঈষদুষ্ণ মাটি
টেনে নেয় নিজের ভেতরে
ঘুম নেই—স্বপ্ন নেই তাই
অনিদ্রা বস্তুত শাপে বর
শুয়ে শুয়ে দেখি, ফুল ঝরে
ছেয়ে যাচ্ছে আমার কবর।

তিরিশ

শেষরাতের নীলচে জ্যোৎস্না লেগে
বিষে জ্বলে যাচ্ছে গলা বুক
কিলবিলিয়ে উঠছে শিরদাঁড়াতে
জ্যান্ত একটা রুপোলি চাবুক
শাখাপ্রশাখার ফাঁদ পেতে
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে স্নায়ু
সমস্ত শরীর বিষে নীল

রক্তে শুধু ভেসেছে জরায়ু
কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্দশী তিথি
অন্ধকারকে পারোনি ফেরাতে
গলানো রুপোর মতো ফেনা
কশ বেয়ে ঝরেছে শেষরাতে

একতিরিশ

কামিয়ে নিয়েছি যত লোম
ছাড়িয়ে নিয়েছি সব ছালও
রক্তে মাংসে চর্বিতে ও হাড়ে
এ দেহ তবুও অগোছালো
যত ভাবি ফের গোড়া থেকে
ঘষে মেজে রাখি দাঁতনখ
লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে আরও
কাটা জিভ, খুবলে নেওয়া চোখ
যকৃৎ ফুসফুস জরায়ুতে
সে এক অকথ্য মাখামাখি
জটপড়া ছেঁড়া নাড়িভুঁড়ি
অগত্যা গলায় বেঁধে রাখি

শুধু যোনিটিকে কোনওক্রমে
গুঁজে রাখতে পেরেছি মগজে
পথ ভুল করেও কখনও
কেউ যদি আসে তার খোঁজে

বত্তিরিশ

সকলেই দুঃখ দিতে জানে
সকলেই কাঁদতে ভালোবাসে
কখনও না কখনও প্রত্যেকে
কষ্ট গিলে মিষ্টি করে হাসে
বলে : কী সুন্দর ওই মাঠ
কেমন সাজানো এই ঘরও
ঘরে বাইরে সবাইকে লুকিয়ে
সহ্য করো শুধু, সহ্য করো

তেত্তিরিশ

সহ্যেরও রকমফের আছে
কোনও কোনও সহ্যে নেশা বেশি
অগত্যা মাথার মধ্যে সেই

সহ্যতে সহ্যতে রেষারেষি
এই সহ্যে ভালো ঘুম পায়
ওই সহ্যে ব্রহ্মতালু জ্বলে
এ সহ্যটি আগেরটির চেয়ে
একটু বেশি জ্ঞানগর্ভ, ফলে
থেকে থেকে বাকবিতণ্ডা বাড়ে
তর্কে কেউই জেতে না, হারে না
সহ্যরাও পরস্পরকে দেখি
সহ্য প্রায় করতেই পারে না।

চৌ তি রি শ

রাত থাকতে ছাতে উঠে যাই
কদমের ঘ্রাণে চাঁদ ডোবে
আকাশে আকাশে উচাটন
শেষবার কে প্রথম ছোঁবে
টিয়াদের উতরোল ডানা
বসন্তবৌরির ছোটো ঝাঁপ
পানাপুকুরের নীচে চাঁদ
ফেলে গেছে সোনালি গোসাপ

তখনও তো জ্যোৎস্না লেগে থাকে
গোসাপের বিষাক্ত খোলসে
সদ্যোজাত মাতৃহীন ভোর
তাকেই অমৃত ভেবে চোষে

পঁয়তিরিশ

ভোর যাকে অমৃত জেনেছে
বেলা একটু বাড়লে তা-ই বিষ
খুব একটা ফারাক নেই দু'য়ে
আঙুরই তো শুকোলে কিশমিশ
ভোর ভোর সামান্য ইশারা
বেলা বাড়লে ক্রমশ বিশদ
আকাশে তো আঙুরবাগিচা
পাতালে যে পিপেভর্তি মদ

ছ ত্তি রি শ

বেঁচে থাকতে চাইছ আজ, তাই
জল দিচ্ছ দোপাটির টবে
কাল যদি মরতে ইচ্ছে করে

ভাবো দেখি ওদের কী হবে
হয়তো দুঃখে ফেটে যাবে দানা
দুঃখবীজ টেনে নেবে মাটি
বংশগত মনখারাপ রোগে
ফুটতে থাকবে আগামী দোপাটি

সাঁ ই তি রি শ

তবে একটা কাজ করা যাক
ছিঁড়ে নাও যাবতীয় কুঁড়ি
সমস্ত পবিত্র সম্ভাবনা
শিখে নিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি
সারারাত চরের কাদায়
মুখ গুঁজে পড়ে থাক লাশ
গত বর্ষা দোপাটির ছিল
এ বসন্তে এনেছ পলাশ
রাতে যে কী হয়েছে জানি না
সবে ঘুম ভেঙেছে সকালে—
দেখি, দোপাটির ঘাড় ভাঙা
রক্ত লেগে পলাশের ডালে।

আ ট তি রি শ

ফের দেখছি গোলমাল করেছ
কে দর্শক কে বা কুশীলব
তুমি কি রোমাঞ্চলোভী ভিড়
না তুমিই নির্বিকার শব
কিংবা তুমি কোনওটাই নয়
আসলে তুমিই হত্যাকারী
এ তুমিও ঠিক তুমি না যে
তাও আমি বলে দিতে পারি
নাট্যদৃশ্যে একটি হট্টমেলা,
রথ দেখতে কলাবেচা লোক
পর্দার পেছনে অন্ধকারে
ঘাপটি মারছে কে পরিচালক?
মঞ্চে শুয়ে মড়া সাজতে হবে
সে ভয়েই মরে যাচ্ছ দেখে
হত্যার দু-একটা ভালো গান
বেজে উঠছে বিবেকে বিবেকে

ঊ ন চ ল্লি শ

মঞ্চসজ্জা অতি পরিপাটি
সাজানো ছবির মতো ঘর
তিনকোনা সোফা ও গোল টিভি,
টিভিভর্তি খুনের খবর
একে একে তিনশোটা চ্যানেল
গল্পও এগোচ্ছে অঙ্ক গুনে
জমে উঠছে যতই নাটক
রক্ত তত জমে উঠছে খুনে
মঞ্চসজ্জা অতি যথাযথ
হিংস্রতার নরম আবহ
অসতর্ক দর্শকের দিকে
ওৎ পেতে আছে ভাবারোহ
ঈষদুষ্ণ এত আয়োজনে
ঠান্ডা ঠান্ডা রক্ত ঢেলে দিতে
আত্মহত্যা গুছিয়ে রেখেছ
হাততালির শান্ত বিপরীতে

চ ল্লি শ

ঘরকন্না কেন এত তবে

সারাদিন ধুলো ঝেড়ে যাওয়া
সারাদিনই আত্মহত্যাস্পৃহা
এনে এনে জড়ো করে হাওয়া
কী যে তুমি সাফ করো রোজ
বন্ধ বাক্স ফের খুলে খুলে
আঙুলে জড়াতে চাইছ মায়া
মাকড়সার জালে আর ঝুলে
মোছামুছি সাঙ্গ হয়ে গেল
এর পর কী হবে, তা জানো
কোত্থাও একটুও নোংরা নেই
ঘরদোর নির্জন, সাজানো

এ ক চ ল্লি শ

অস্তিত্ব লেজের মৃদু ডগা
অস্তিত্ব অস্পষ্ট কুঁইকুঁই
মায়ের পেটের মধ্যে থাকি
মায়ের পেটের তলে শুই
শব্দদৃশ্য টেনে নিই ঘ্রাণে
জিভেই যেটুকু হাঁটাহাঁটি

স্বপ্নের ভেতরে যত ফেনা
সমস্ত শরীর দিয়ে চাটি
অস্তিত্ব ফুটেছে ভিতু চোখে
দৌড়ে ছুটে ছেড়ে যাচ্ছি মাকে
যারা যায় সেদিকেই যায়
ধাবমান মালবাহী ট্রাকে

বি য়া ল্লি শ

তা বলে ট্রাকেরও দোষ নেই
তার আছে বলতে, শুধু গতি
সে-ই তাকে সেদিকে চালায়
অপেক্ষায় যেদিকে নিয়তি
আগেভাগে মশলা বেটে রেখে
সারারাত কাটাচ্ছে উপোসে
বাস্তবিক তাই সে কোনও কোনও
অস্তিত্ব আদর করে পোষে
এরও মধ্যে পক্ষপাত আছে
কোনও রান্না বেশি তেলে ঘিয়ে
মালভর্তি আস্ত একটা ট্রাক

খাদে পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে

তে তা ল্লি শ

তুমি তাকে যত দুঃখী ভাবো
আসলে সে তত দুর্গত না
আত্মহত্যা বলা হয় যাকে
হয়তো তাও শুধু দুর্ঘটনা
এভাবে ভাবলেই শান্তি পাবে
শান্তি পাওয়া বিশেষ জরুরি
এমনকি জবাই হতে গিয়ে
সাদাসিধে যে-কোনও গোরুরই
এই ভেবে শান্তি আসে মনে :
আমি ইচ্ছে করে তো মরিনি
শেষমুহূর্তে যে-কোনও মৃত্যুই
বাঁচার ইচ্ছের কাছে ঋণী

চু য়া ল্লি শ

চেতনার অনেক তলায়
চমকে চমকে উঠেছে সবাই

যে প্রসঙ্গে গোরু এসে গেছে
সে প্রসঙ্গে এসেছে জবাই
অতঃপর স্বর্গে উঠে গিয়ে
গাছে চড়ে বসে গল্পগোরু
সে গাছও তো যে সে গাছ নয়
যাকে বলে খোদ কল্পতরু
দু'জনে দু'জনকে ভোগ করে
তুলকালাম ভালোবাসাবাসি
গোরু যত বেশি তৃণভোজী
কল্পতরু ততই মাংসাশী

পঁ য় তা ল্লি শ

যত বেশি ভালোবাসা, তত
তুলকালাম ঝগড়াঝাঁটি রোজই
গোরু মাংস খেতে চায়, তাই
কল্পতরু আজকে তৃণভোজী
পরস্পরকে খেতে চাইছে ওরা
প্রেমে ক্রোধে যন্ত্রণায় কামে
আপাতত এটাই দেখার

কতদূরে গিয়ে ওরা থামে
তরুর শরীরে শুধু পাতা
গোরু রক্তমাংস দিয়ে গড়া
কে তাহলে কাকে কামড়ে খায়
অগত্যা নতুন বোঝাপড়া...
নিজেই নিজেকে খেয়ে চলা
জিভের বিকারমুগ্ধ স্বাদে
উত্তেজনা বলতে আত্মরতি
অতঃপর, ধোঁকা অবসাদে

ছে চ ল্লি শ

ক্লান্ত শরীরের সব রস
ক্লান্তিও পচনশীল জেনো
দিনে দিনে ক্রমশ থকথকে
ঝাঁঝযুক্ত, এবং সফেনও
শরীরের সমস্ত ক্ষরণ
শরীরে শুকিয়ে লেপটে থাকে
ঢেকে রাখে প্রলেপের মতো
যোনিপথে পচে ওঠা ঘা-কে

সা ত চ ল্লি শ

আমাকে উৎসর্গ করো ভোজে
জনগণতন্ত্রের দোহাই
তোমাদের কৌতূহলে পুড়ি
তোমাদের ধিক্কার পোহাই
যত কুৎসা, ব্যঙ্গ, অভিশাপ
সমস্ত মন্ত্রের মতো চেনা
শুরুটা শুনলেই বলে দেবো
কার ঠিক কোথায় হচ্ছে না
তোমরা খাও আমাকে—অর্থাৎ
আমার সুপক্ক মাংস, মৃত
তখনও তো জ্যান্তই আমার
পাকস্থলী, অন্ত্র ও যকৃৎও
ওরা খায় তোমাদের ক্ষুধা
ঝাল ঝাল, রক্তমাখা, কাঁচা
তন্ত্রমতে জনগণ ভূত
মন্ত্রভেদে এও এক বাঁচা

আ ট চ ল্লি শ

প্রকৃতি নিয়ত ঘটমান
ঘটনার ঘটাই স্বভাব
এরই মধ্যে গোপনে গোপনে
মাঝেমধ্যে কিছু কুপ্রস্তাব
ঘটনার হাতে হাত রাখে
চোখ মারে, ইশারা দেখায়
প্রথমে যতই রাগ হোক
ঘটনাও ভুল পথে যায়
প্রকৃতিতে নিত্য ঘটমান
ঘটনার পতন ঘটানো
একা পেলে তুমিও মৃত্যুকে
চোখ মারো, হাত ধরে টানো

ঊ ন প ঞ্চা শ

এভাবে কি তাকে পাওয়া যায়
টুকরোটাকরা শরীর ব্যতীত
ওকে যদি ছুঁতে না যেতাম
হয়তো ও আমাকে ছুঁতে দিত
আপাতত কবে যে কী হবে

আজও তার নেই কোনও স্থিরই
তবে, তাকে শরীর দেওয়ার
ইচ্ছেটাই দারুণ শরীরী
মধ্যরাতে বিছানায় শুয়ে
নির্নিমেষে ধ্যান করি পাখা
মধ্যবর্তী শূন্যে একটি দড়ি
গুটিয়ে প্রস্তুত করে রাখা
এ দৃশ্যে উন্মাদ হয়ে যাই
সুখের শিখরে গিয়ে চড়ি
কিছু নেই, আর কিচ্ছু নেই
পড়ে আছে শিহরিত দড়ি

প ঞ্চা শ

সঙ্গমের চূড়া ছুঁয়ে এসে
রতিক্লান্ত গাঢ় একটি ঘুম
স্বপ্নে কে বিড়বিড় করে বকে :
মৃত্যু, তোর মন নাই কুসুম?

সফর

ক্রমশ ভিতরদিকে ঘুরে ঘুরে ঢুকে গেছে পথ
ক্রমশ নীচের দিকে সুরে সুরে নেমে গেছে ভাষা
এখনও বাইরের দিকে দূরে দূরে জ্বলন্ত জগৎ
এবং উপরদিকে উড়ে উড়ে চলেছে উচ্চাশা...

বিধি

শব্দের দিকে বাড়ালি ভিক্ষু হাত তোর
নৈঃশব্দ্যের কণ্ঠ তত উদাত্ত
ভিড়ের ভেতরে একা গিয়ে বসে রইলি
আড়ালের দিকে বেঁকে গেল তোর শৈলী
তার ছিঁড়ে যাবে এই ছিল তোর শঙ্কা
অথচ এখন গোপনে কীসের ঝংকার
প্রেমে ফুটে ওঠে প্রেমে ঝরে যায় গান তোর
সে সুরের কথা কেউ কি কখনও জানত
কারাগার এঁকে রেখেছিলি গুহাগাত্রে
পথ খুঁজে পেলি দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে
ধুলোবালি গেঁথে বাড়ি করেছিলি তৈরি
আঙিনায় তার আবির উড়েছে, গৈরিক...

গান

১.
ঘোলাটে আকাশ এক ঝুঁকে এল দিনের কার্নিশে
আজ কোনও বিষণ্ণ আসর
কাছাকাছি গোল হয়ে ঘিরে আছে মায়া, অভিমান
ফুরিয়েও না ফুরোনো গান

২.

যে-কোনও আসর ভেঙে গেলে
মাইক্রোফোনটিকে লক্ষ্য কোরো
নিচু ও গরিব
বৃদ্ধ ও দয়ালু,
জেনেছে, সময় হল শেষ
শান্তমুখে বুঝে নিচ্ছে আজকের হারিয়ে যাওয়া
তরঙ্গের হিসেবনিকেশ

৩.

একটি ঘুঘুপাখি যদি ধরতে পারি মুঠোয় কখনও
পাতার আড়াল ভেঙে দেখব ওর আশ্চর্য সুঠাম
কণ্ঠময় কারুকাজ, রৌদ্র ও ব্রীড়ার বোঝাপড়া
কী উজ্জ্বল, কতটা লাজুক
মাত্র নিষ্ঠুরতা নয়, গঠনরহস্যে বুঝে নেব
মাঠের ওপার থেকে ভেসে এলে মৌনতাও গান
...বাজে তো বাজুক

৪.

এ পোড়া অঙ্গের মাটি ভাসায়ে দিয়েছি যার সুরে
সে এক নির্জন
দিনমানে লোক নেই, জন নেই, পথ জানা নেই
সীমানা নির্দেশ করে ভেসে থাকে নিরালম্ব সংকারের ধোঁয়া
অন্তিম বাহবা নিয়ে সূর্য ডুবে গেলে
এ পোড়া অঙ্গার দিয়ে লিখে রাখি শব্দহীন স্রোত,
রৌদ্রতোয়া

৫.

জঙ্গলে বেড়াতে গেলে ছেঁড়া শতরঞ্চি মনে পড়ে

অতর্কিত যা কিছু কু-স্বর,
আবছা, আন্তরিক
হরিয়াল, ঘুঘুদের সাংকেতিক ডানা চালাচালি
পাতা ঝরা, রৌদ্রপাত,
ঝিঁঝিদের হাহারবে স্তব্ধতার রূপান্তরকাম
এজাতীয় যা কিছু বিস্ময়
ছেঁড়া শতরঞ্চি, তার সুতোভর্তি টুকরোটাকরা সুর
ওখানে বিছিয়ে আছে অরণ্যের অর্ধেক দুপুর

৬.

অশান্তির লম্বা সুতো
টেনে রেখে ছেড়ে দিলে শুশ্রূষা রিনরিন করে বাজে
ধুলোর খাদের দিকে নেমে গেছে ভাঙাচোরা বাস
বাসের জানলায় আজও লটকে আছে দেহাতি রেডিয়ো
এককলি দু'কলি চেনাশোনা
দূর পথ পেরোনোর মতো
আশ্চর্য সতর্ক ঘুমে ছেয়ে আছে
সফরের যা কিছু বেদনা

৭.

খোকা হারানোর দুঃখে গান গেয়েছিল যে ডাহুক
মুখে রক্ত ওঠা অবধি তার আগাগোড়া স্বরলিপি
পানাপুকুরের নীচে খুঁজলে হয়তো আজও পাওয়া যায়
আমি কি তেমন জলপিপি...

৮.

হাওয়ার হলুদ শব্দ,
ইচ্ছে-অনুযায়ী একটা আলো
বাঁধের ওপর যত ফেরিঅলাদের ডাকাডাকি
বিকেলে রোদের গন্ধে আতপ্ত, নিবিড়
মনে পড়বে পড়বে করে কিছুতে না মনে পড়ে যেন
ভালোবেসে ভোলা একটি মীড়

৯.

আঁধারে বেজেছে যদি,
কারা তাকে শুনেছে আঁধারে
গোটা একটা লোডশেডিংও জ্যান্ত হয়ে ওঠেনি এমন

যতখানি মৃদু হলে, জৈবনিক হলে
গুনগুনিয়ে ওঠা যায় অন্যমনস্কতার মতোই
তাকে কেউ চিনেছে কি তারার আলোয়,
ভাড়া করা লন্ঠনে, হ্যাজাকে
আঁধারে বেজেছে যদি
আঁধারে শুনেছে কারা তাকে

১০.

এ দোষ রক্তের দোষ
রক্তের ভেতর যত আর্ত কোলাহল, হুটোপাটি
সামনের সারির নীচে পা গুটিয়ে বসা নশ্বরতা
শেষরাত্রে খুলে পড়ে, ঝুলে পড়ে ম্যারাপের রঙিন কাপড়
ত্রিপলের ত্বক থেকে খসে যায় বাঁশের কাঠামো
জলসা ভেঙে গেছে, ওই শব্দহীন সুরের ভেতর
কে তুমি গুটিয়ে নিচ্ছ রক্তমাখা শতরঞ্চি
...থামো

রাজসিক

সুতি বস্ত্র—মূল্যবান, শ্বেত,
হাওয়ায় উড়ন্ত দেখলে যেন কোনও প্রৌঢ় সম্রাটের
ভোগের বিরাম মনে পড়ে
কেন যে এমন হয়, জানা নেই সেসব সংকেত
প্রেক্ষাপটে যে আকাশ, ঘুণাক্ষরে পায় না সে টের
কীভাবে শূন্যতা তার ফুলে ওঠে রাজসিক ঝড়ে

আচমন

ভোর সাড়ে তিনটে বেজে দপ করে থেমে যায় ঘড়ি
সেজে ওঠে অন্ধ উপচার
কচলে কচলে নিংড়ে নিলে দু'চোখের ঠান্ডা, শাদা ক্বাথ
জব্দ হয় নাড়ি আর খিদের বেহায়া জড়াজড়ি
বাসায় ঘুমিয়ে থাকে প্রথম কাকের মাংস, আর
ফুটে উঠে ঝরে যাওয়া ভাত
আ লো নে ভে, আ লো জ্ব লে ও ঠে

সাবর্ণ

নাক চোখ এত কাটা কাটা
সারামুখে রক্ত লেগে আছে
সামনে যেই রেখেছি আয়নাটা
দিন কেটে গেল ভাঙা কাচে
এত কাটা কাটা নাক চোখ
ছুঁলে রক্তে মাখামাখি হাত
আয়না, সে যতই ভাঙা হোক
মুখচ্ছবি গড়ে নিচ্ছে রাত

সেঁজুতি

আলো ওঠে, আলো নিভে যায়
হাওয়া তাকে বাঁশিতে বাজায়
অন্ধকারে ঝরে সেই সুরই
তারাদের সহজ বাঁশুরি
আলো নেভে, আলো জ্বলে ওঠে
বাঁশি তার হাওয়াটির ঠোঁটে
ঠোঁট ছুঁয়ে তুলে আনে গান
তারাদের সেঁজুতি বাগান

সময়

যেখানে কখনও হয়নি যাওয়া
যে-গান কখনও হয়নি গাওয়া
তারই প্রেমে পড়ে ভবিষ্যৎ
হেঁটে চলে অন্তহীন পথ
কোনওদিনও না যাওয়া সে দেশ
না গাওয়া গানের মৃদু রেশ
সেদিকেই পথ কেটে কেটে
মুহূর্তেরা নিত্য চলে হেঁটে

সাবেক

জেগে আছে পাহাড়ের বুকে
মেঘের সাবেক বাড়িঘর
নিজের রচনা পড়ছে ঝুঁকে
আকাশ, অবাক কারিগর
যে আজ পাহাড়ে আছে জেগে
কাল তারা ঘুমিয়ে যাবে কি
দিন বদলে যাবে মেঘে মেঘে
আকাশ, সে তখনও সাবেকি

চিতা

হাততালিতে তার বড্ড ভয়
যা তাকে বিষণ্ন করে,
ঠিক শবদাহনের
বাঁশফাটা শব্দ মনে হয়
আবার কখনও ওই আওয়াজের কথা ভেবে
গা শিরশিরও করতে থাকে বেশ
চিতাটি খুঁচিয়ে ফের উসকে দিতে ইচ্ছে করে
যৎসামান্য অগ্নি তার... শেষ...

ভোর

খুব ভোররাতে
যখন এলাচগন্ধে ভরে উঠতে থাকে তার তালু
দম বন্ধ করে সে ফুলিয়ে রাখে মগজের মেঝে
আশ্চর্য লৌকিক স্বাদ পেতে থাকে, মৃদু ও নিদ্রালু
শান্ত একটি মৃত্যু তার জিভের ডগাতে শুয়ে
রোমাঞ্চিত লালারসে ভেজে

যাই

১.

কে তাকে ডেকেছে
শীতের যে-কোনও ট্রেনে, ফাঁকা ট্রেনে
কে টেনেছে তার জামা ধরে
শীতের অলস ট্রেন, ভবঘুরে ট্রেন
আনবাড়ি নেমে গেছে জোয়ান গাজর, বাঁধাকপি
এখন দুপুরভর শুধু পাতা থেঁতলে যাওয়া ঝাঁঝ
কে তাকে ডেকেছে
কেউ নয়, হয়তো কেউ নয়

২.

এমন দুপুরে, রোদে, ঘরমুখো হাঁটতে ভালো লাগে
কোনদিকে ঘুমন্ত শহর
সে কেবল শান্ত সেই প্রপাপালিকার হাত থেকে
খেতে চেয়েছিল একটু শুকনোমতো ঘুগনি, আর,
বাসি, অল্প মিষ্টি, পাঁউরুটি
এবং, আড়াল থেকে দেখে ফেলেছিল

প্রপাপালিকার ঘর, গেরস্থালি
পথচারী যুবকের সঙ্গে তার তুমুল সঙ্গম

৩.

যাচ্ছে, দেখা হবে না জেনেও
ট্রেন, তাকে একা রেখে নেমে গেছে জঙ্গলের পথে
রাস্তা, সেও উড়ে গেছে যেদিকে শ্মশান
এখন সময় বলতে সারাক্ষণ ঝাঁঝালো দুপুর
অথচ সূর্যাস্ত বলতে সেও কি শেখেনি খুনখারাবি
গোধূলি লগ্নের গৃহদাহ

৪.

যে যায়, সে এভাবেই যায়
হয়তো কোনও ডাক ছাড়া, পিছু ডাক ছাড়া
সারাটা দুপুর ধরে দুপুরের পেছনে ঘোরে সে
ঠান্ডা হয়ে গেলে তারও আঁশটে লাগে রাতের বিছানা

পিছুটান

কোথাও ছিল না লুকোনোর মতো আড়াল।
এ পায়ে শ্রান্তি। ও পায়ে তখনও তাড়া।
এ কানে শুনেছি আহ্বান নিরবধি।
ও কান তখনই জন্মের মতো বধির।
এ চোখে আগুন। ও চোখে তখনও আঁধার।
যেদিকে তাকাই চোখে লেগে যায় ধাঁধা।
এ হাতে যখন বাঁধন খুলেছি কিছুটা—
ও হাত তখনও চেপে ধরে আছে পিছুটান...

আখর

মাঝখান থেকে ধরা গানের মতোন
এসেছে সে, ভূমিকাবিহীন
অসময়ে একবিন্দু শিশিরপতন
যেভাবে মহার্ঘ করে দিন
উষ্ণমণ্ডলের কোনও নির্জন প্রদেশে
সেভাবে পাথুরে এই ঘরে
শান্ত, মৃদু, শব্দহীন, ভিজে পায়ে এসে
বসেছে সে নিচু দ্বিপ্রহরে
যদি কোনওদিন তার নাম ধরে ডাকি
মনে পড়ে যাবে, শুভাশিস,
গানের প্রথম কলি, যা রয়েছে বাকি
এলি যদি, আবার আসিস!

বোধি

১.

তুমি কেউ নও।
এ কথা বোঝার পর
আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে।
তারপর, ভালোই লাগে,
শান্ত মনে হয় পূর্বাপর।
রাতের আকাশ দেখি
অজস্র তারার ঝুমঝুমি
বলে : নও কেউ নও তুমি

২.

ছিলে কি কখনও?
এত শস্য বুনেছ দু'হাতে,
সমস্ত বিফল!
এখনও রাত্রির ঢালে
অঘ্রানের গন্ধ ভরে ওঠে...

তারার মরশুম এল,
কতদূরে—আদিগন্ত তারা ফুটে থাকা সমভূমি?
হয়তো এই পৃথিবীতে
ভূমিহীন চাষি ছিলে তুমি।

৩.

কাকে বলে, থাকা বা না থাকা?
একদিকে বিষম ভিড়, অন্যদিকে সীমাহীন ফাঁকা?
তীব্র দুটি দিক, তার ফাঁকে
মধ্যবর্তী মুগ্ধতাই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাকে।
ভালোবেসে দেখেছি কে ভালো,
আলোময় অন্ধকার, নাকি অন্ধকারময় আলো!
দুইই সমান তীব্র জ্বলে
অন্ধকার চেয়ে আমি পড়ে গেছি আলোর কবলে
দুইই সমান তীব্র নেভে
আলোর কবলে আমি পড়ে গেছি অন্ধকার ভেবে

উপসংহার

মুঠোভর্তি সুখ নিয়ে দুঃখ কিনতে এসেছ, নির্ধন
ধুলোভর্তি মুঠো লেগে সে মুঠো মুহূর্তে ধূলিসাৎ
বিষে বিষক্ষয়, আর কথামুখে কথার নিপাত
শব্দ মাত্র শব্দের ইন্ধন